দৈনিক জনকণ্ঠ

114

তারিখ DEC. 17 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

ভুয়া পরীক্ষার্থীদের জন্য দুঃসংবাদ ! জাল মার্কশীট সার্টিফিকেট কম্পিউটার ধরে ফেলেছে॥ ৪ হাজার ছাত্রছাত্রী শনাক্ত

শরিফুজ্জামান পিন্টু

নতুন শতাব্দীতে পাবলিক পরীক্ষার ভুয়া পরীক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে দুঃসংবাদ। এবার কম্পিউটার প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ভুয়া পরীক্ষার্থীদের শনাক্ত করতে পাঁচটি শিক্ষা বোর্ড যৌথভাবে শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছে। আর এই অভিযান শুরুর পর কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসার মতো অবস্থা হয়েছে। প্রতি শিক্ষা বোর্ডেই পাওয়া যাচ্ছে হাজার হাজার ভুয়া পরীক্ষার্থী। যাদের রেজিস্ট্রেশন, রোল বা মার্কশীট ভুয়া। কেবল আগামী দু'হাজার সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক চার সহস্রাধিক ভুয়া পরীক্ষার্থীকে ইতোমধ্যে কম্পিউটার শনাক্ত করেছে। খবর সংশ্লিষ্ট

(২- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(প্রথম পাতার পর)

ভুয়া পরীক্ষার্থীদের

সূত্রের।

যুগ যুগ ধরে পাবলিক পরীক্ষায় চলমান জালিয়াতির বিরুদ্ধে কম্পিউটার প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে পরিচালিত শুদ্ধি অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ এটিএম শরীফউল্লাহ। তিনি চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন পাবলিক পরীক্ষা জালিয়াতিমুক্ত করতে। যারা জালিয়াতির মাধ্যমে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার চেষ্টা করবে তাদের চিহ্নিত করে পুলিশের হাতে সোপর্দ করার জন্য তিনি পদক্ষেপ নিয়েছেন।

সূত্র জানায়, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা জালিয়াতিমুক্ত করার জন্য চলতি ডিসেম্বরে পাঁচ বোর্ডের কম্পিউটার সিস্টেম এনালিস্টদের যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দেশের সকল এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থীর কম্পিউটারে সংরক্ষিত তথ্য চেকিং ও ক্রস চেকিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যেমন– ঢাকা বোর্ড নিজস্ব পরীক্ষার্থীদের তথ্য যাচাইয়ের পাশাপাশি অপর চারটি বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের তথ্য যাচাই করবে। এর ফলে অন্য বোর্ডে গিয়ে জালিয়াতি করার সুযোগ বন্ধ হবে। জালিয়াতি নির্মূলে পাঁচটি শিক্ষা বোর্ড একে অপরের মধ্যে কম্পিউটারে পরীক্ষার্থীদের তথ্য সংবলিত ওয়ার্কিং বা ফলোপি ডিস্ক বিনিময় করবে। অর্থাৎ ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের তথ্য সংবলিত ফলোপি ডিস্কের কপি করে তা অপর চারটি বোর্ডকে দেয়া হবে। এভাবে পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে পাবলিক পরীক্ষা জালিয়াতিমুক্ত করার পথ বের করা হয়।

প্রতিবছর প্রতি শিক্ষা বোর্ডে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী জালিয়াতির আশ্রয় নেয়। এরা ভুয়া রেজিস্ট্রেশন ও রোল নম্বর দেখিয়ে অথবা ভুয়া মার্কশীট ব্যবহার করে পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নেয় এবং কলেজে ভর্তি হয়। এদের অনেকে আবার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় ও চাকরি পাবার প্রতিযোগিতা করে। কেউবা জাল মার্কশীট ও সার্টিফিকেট দেখিয়ে বিদেশে পাড়ি জমায়। জালিয়াতি চক্রের দাপটে প্রকৃত শিক্ষার্থীরা অনেক সময় কোনঠাসা হয়ে পড়ে। সূত্র জানায়, প্রতিটি শিক্ষা বোর্ডে রয়েছে একাধিক জালিয়াতিচক্র। এই চক্রের সঙ্গে একশ্রেণীর শিক্ষক, বোর্ড কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষার্থী জড়িত। চক্রটির মুখ্য পেশা এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় জালিয়াতির পথ দেখিয়ে দেয়া। আর এভাবে চক্রটি হাতিয়ে নেয় লাখ লাখ টাকা। এদের অপতৎপরতায় জাল মার্কশীট ও সার্টিফিকেটে দেশ সয়লাব হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছরই প্রত্যেক বোর্ডে কম বেশি ভুয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়ছে। যারা ধরা পড়ে তাদের কয়েক গুণ জালিয়াতি করে পার পেয়ে যায়। প্রতিবছরই উদ্বেগজনকভাবে ভুয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েই চলছে। এতদিন কেবল এদের একটি ক্ষুদ্র অংশকে চিহ্নিত করা গেছে। কম্পিউটার প্রযুক্তির কল্যাণে এবার ওদের নির্মূল করা যাবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল আশা ব্যক্ত করেছে। শুধু তাই নয়, ওদের চিহ্নিত করার পর পুলিশে সোপর্দ করার পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। শিক্ষা বোর্ডগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে এ ব্যাপারে সহযোগিতা চেয়েছে।

জানা যায়, বিগত '৯৪ সাল থেকে যারা জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে এসএসসি এবং এইচএসসি পাস করে আসছে তাদের সকলকে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। বিষয়টি সময় সাপেক্ষ হলেও পর্যায়ক্রমে এটি সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আগামী দু'হাজার সালের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুকদের মধ্যে ভুয়া চিহ্নিত অভিযান শুরু হয়েছে। এই অভিযান এখনও চলছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, চার সহস্রাধিক ভুয়া ছাত্র এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই চার হাজার পরীক্ষার্থী এসএসসি পাস করেনি। কিন্তু জাল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হয়েছিল। এখন তারা এইচএসসি পরীক্ষার্থী। কম্পিউটারে সংরক্ষিত এসএসসি'র ফলাফল পরীক্ষা করে এই চার হাজার ছাত্রছাত্রীর হদিস পাওয়া যায়নি।

জাল মার্কশীট ও সার্টিফিকেট ছাড়াও জালিয়াতির আরেকটি মাধ্যম রেজিস্ট্রেশন জালিয়াতি। এসএসসি থেকে ডিগ্রী পর্যন্ত সর্বস্তরে প্রতিবছর রেজিস্ট্রেশন কেলেঙ্কারি হয়। চলতি '৯৯ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় কেবল ঢাকা বোর্ডে ৮শ' ২৩ জন ভুয়া পরীক্ষার্থীর সন্ধান পাওয়া যায়, যারা জাল রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার করে। এরাও ধরা পড়ে। এ ছাড়া ঢাকা বোর্ডের '৯৯ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ৪শ' ছাত্রছাত্রী ধরা পড়ে– যাদের এসএসসি'র মার্কশীট ছিল জাল।

জানা যায়, এসএসসি এবং এইচএসসি ছাড়াও ডিগ্রী পরীক্ষায় জালিয়াতি হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বোর্ডগুলোর মতো কম্পিউটার প্রযুক্তি কাজে লাগাতে পারে। কম্পিউটার প্রযুক্তির কল্যাণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা জালিয়াতিমুক্ত হলে কলঙ্কমুক্ত যাত্রা শুরু হবে নতুন শতাব্দীতে।